সমকাল

তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

মাধ্যমিকের ৩২ ভাগ শিক্ষক প্রশিক্ষিত নন

■ কামরান সিদ্দিকী

পেশাগত দক্ষতা ও মান উন্নয়নের পূর্বশর্ত 'প্রশিক্ষণ'। অথচ দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩২ ভাগ শিক্ষকই 'প্রশিক্ষিত' নন। শিক্ষা বিষয়ে এসব শিক্ষকের নেই কোনো আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণকেন্দ্রের স্বল্পতা, শিক্ষকদের অনাগ্রহ, প্রাতিষ্ঠানিক বাধা প্রভৃতি এর নেপথ্য কারণ বলে জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ প্রতিবেদন ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে শিক্ষকরা ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড), ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড), ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন, ব্যাচেলর অব এগ্রিকালচার এডুকেশন (বিএজিএড) এবং মাস্টার্স অব এডুকেশন (এমএড) ইত্যাদি কোর্স সম্পন্ন করে থাকেন। এর বাইরে টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (টিকিউআই), সৃজনশীল, কারিকুলাম বিস্তরণ, আইসিটিসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণও হয়ে থাকে। সাপ্তাহিক-পাক্ষিকসহ বিভিন্ন মেয়াদে অনুষ্ঠিত হওয়া এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি 'অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ' হিসেবে বিবেচিত। এসব প্রশিক্ষণ শুধু শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। তবে আনুষ্ঠানিক কোর্সগুলো 'প্রশিক্ষিত শিক্ষকে'র মানদণ্ড হিসেবে পরিগণিত হয়, যার সঙ্গে শিক্ষকদের পদোন্নতিও জড়িত থাকে।

চট্টগ্রাম ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসমত জাহান সমকালকে বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিএড, এমএড এসব ডিগ্রি পূর্বশর্ত হিসেবে অনেক প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে। তবে কারও এসব ডিগ্রি না থাকলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যোগদানের পাঁচ বছরের মধ্যে এসব কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। তা না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের পদোন্নতির মাধ্যমে বেতনের গ্রেড পরিবর্তন হয় না।

পদোন্নতির বিষয়টি জড়িত থাকলেও সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এখনও বিপুল সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণের বাইরে রয়ে গেছেন। চলতি মাসে প্রকাশিত শিক্ষাতথ্য পরিসংখ্যান ২০১৫ অনুযায়ী, দেশে জুনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, সেকেন্ডারি স্কুল এবং 'স্কুল অ্যান্ড কলেজের' স্কুল শাখায় সর্বমোট কর্মরত শিক্ষক ২ লাখ ৪৩ হাজার ১১৭ জন। এর মধ্যে ৭৮ হাজার ৮৯ জন শিক্ষকের কোনো বিএড, বিপিএড, বিএজিএড, ডিএড ও এমএড ডিগ্রি নেই। যা মোট শিক্ষকের ৩২ দশমিক ১২ ভাগ। প্রশিক্ষিত নন, এমন শিক্ষকদের মধ্যে নারী শিক্ষকই বেশি। নারী শিক্ষকদের মধ্যে ৩৫ ভাগ আর পুরুষ শিক্ষকদের ৩১ ভাগ প্রশিক্ষণের আওতার বাইরে আছেন। প্রশিক্ষিত শিক্ষক সংখ্যার দিক থেকে সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা বেসরকারি স্কুলের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন। সরকারি স্কুলের ৮৫ দশমিক ২ ভাগ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অন্যদিকে বেসরকারি স্কুলের প্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রায় ৬৭ ভাগ।

ব্যানবেইসের প্রতিবেদন

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে (টিটিসি) মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ ১৪টি ও বেসরকারি ১১৮টি। সরকারি টিটিসির সংখ্যা যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন শিক্ষা-সংশ্লিষ্টরা। আর বেসরকারি কলেজের সংখ্যা অনেক হলেও এগুলোর মান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন কলেজের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে সনদ বিক্রির অভিযোগও ওঠে। তাই এসব কলেজের সনদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রহণযোগ্য হয় না।

এ বিষয়ে ব্যানবেইসের পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ সমকালকে বলেন, এক সময় শিক্ষকরাই প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অনাগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। তবে পর্যাপ্ত টিটিসি না থাকার কারণে তাদের সবাইকে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, বিদেশে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে এসব কোর্স থাকতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এটা করতে গেলে সদ্য পাস করে আসা গ্র্যাজুয়েটরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারবেন না।

প্রশিক্ষিত শিক্ষক সংখ্যা কম হওয়ার বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

মাধ্যমিকের ৩২ ভাগ

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

মহাপরিচালক (মাউশি) অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, বিএড, এমএডের মতো কোর্সের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ছুটিতে যেতে হয়। এতে পাঠদান ব্যাহত হওয়ায় অনেক সময় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের ছুটি দিতে চায় না। অন্য চাকরি পাওয়ার আশায় অনেকে এসব কোর্স করার ক্ষেত্রে আগ্রহী থাকেন না। পরে চাকরিতে থাকলেও তাদের আর কোর্স করা হয়ে ওঠে না। যেসব প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এসব কোর্স করায় তাদের মান নিয়ে তিনি বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সন্দেহ আছে। এদের সনদ গ্রহণযোগ্য হয় না। কিছু প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয়ের কালো তালিকাভুক্ত হিসেবে রয়েছে।